পূর্ব ভারতে প্রধানমন্ত্রী অ্যাওয়ার্ড যোজনায় হোম লোনে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে আইআইএফএল

নিজস্ব সংবাদদাতা : আইআইএফএল ফাইনান্স লিঃ ইন্ডিয়া ইনফোলাইন ফাইনান্স লিঃ (আইআইএফএল)-এর পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান, যা প্রধানমন্ত্রী অ্যাওয়ার্ড যোজনা (পিএমএওয়াই)-এর অধীন ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি স্কিম (সিএলএসএস) বিতরণে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে অগ্রগামী কোম্পানিগুলোর একটি এবং সরকারের উচ্চাকাঙ্খী মিশন সকলের জন্য ঘর ২০২২-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। গ্রাহকদের নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার লক্ষ্যে কাস্টমাইজড হোম লোন পণ্যগুলি বিন্যাস করতে, কোম্পানি সাধারণ মানুষকে তাদের পরিবারের জন্য ঘরের স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

পিএমএওয়াই স্কিম-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর বিভিন্ন হোম লোন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে সাশ্রয়ী হাউজিং অংশকে সমর্থন করে, আইআইএফএল হোম ফাইনান্স লিমিটেডও গ্রাহকদের শিক্ষাদান এবং তাদের সচেতনতার স্তরকে উন্নীত করে সিএলএসএস-এর মাধ্যমে উপকৃত হতে সাহায্য করার কাজে জড়িত রয়েছে। ফলে, সিএলএসএস সম্পর্কে জানার আগ্রহে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে, যা ব্যবসায়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছে। সম্প্রতি, কোম্পানির প্রায় ৬০ শতাংশ হোম লোন বিতরণ সাশ্রয়ী হাউজিংয়ের দিকে এগিয়েছে।

আইআইএফএল-এর আঞ্চলিক সেলস ম্যানেজার,পূর্ব, রণদেব দত্ত বলেছেন, সিএলএসএস নিশ্চয় রিয়েল এস্টেট এবং হাউজিং ইন্ডাস্ট্রিতে বড় মাপের একটি গেম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করে আসছে, যা হাউজিং প্রজেক্টকে ''বিলাসবহুল

অ্যাপার্টমেন্ট'' থেকে ''সাশ্রয়ী ঘর''এ রূপান্তরকরণ থেকে স্পষ্ট হয়। ডেভেলপাররা তাদের পরবর্তী উদ্যোগের জন্য স্বল্পমূল্যের ভূখণ্ড, সাশ্রয়ী নির্মাণ সিএলএসএস প্রযুক্তি এবং আবশ্যক ঘর খুঁজছেন।

''এই শাখার অধীনে আমরা এটিকে গ্রাহকদের আনন্দ বৃদ্ধির একটি পয়েন্ট মনে করি। গ্রাহকরা যখন তাদের লোন অ্যাকাউন্ট সিএলএসএস অ্যামাউন্ট জমা করাতে আসে। তখন তারা রেফারালস এর মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক ভাল সাড়া দেয় তারা এই সুবিধা পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে আসে।'' তিনি যোগ করেন।

তিনি আরও বলেছেন, যে ডেভেলপাররা সাশ্রয়ী হাউজিংয়ে গুরুত্ব দেয়, তাদের প্রজেক্ট সাইটগুলি আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেলস দল কর্তৃক লোক সরবরাহ করা হয়েছে। কোম্পানি এমন হোম লোনের এফটিবি (প্রথমবারের ঋণ গ্রহীতা) এবং ব্যক্তি-জনসাধারণকে টার্গেট করছে, যারা আনুষ্ঠানিক ইনকাম শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেমন ছোট ব্যবসায়ী, দোকান মালিক, নগদ বৈতনিক তারা সিএলএসএস স্কিমের অধীনে একটি কাস্টমাইজড হোম লোন নিয়ে তাদের একটি ঘরের মালিক হওয়ার স্বপ্নটি বাস্তবায়িত করতে পারেন।

আইআইএফএল হোম ফাইনান্স লিমিটেড সিএলএসএস-এর পক্ষে এর সেলস টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কষ্ট ভার গ্রহণ করেছে। এটি সিএলএসএস এবং পিএমএওয়াই সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে এবং তাদের কাছে পৌঁছে দিতে নানাবিধ সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম, রোড শো করে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ কলকাতার ভেতরে, চারপাশে এবং এর শহরতলিগুলিতে জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছতে ভ্রাম্যমাণ ভ্যান ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাচ্ছে।

সিএলএসএস এবং পিএমএওয়াই-এর উপর প্রচুর সচেতনতা ক্যাম্পেইন চলতে থাকলেও, কোম্পানি মনে করছে জনসাধারণের কাছে এখনও পর্যাপ্ত তথ্য পৌঁছাতে হবে। মনে করা হচ্ছে যে, রেজিস্ট্রার অফিস-কোর্ট সমূহ যেখানে কোনও বাড়ির ক্রেতাকে তার সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন করাতে যেতে হয়, এসব স্থানে সচেতনতা কাউন্টার রাখলে পিএমএওয়াই/ সিএলএসএস-এর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সাহায্য করবে।

যেহেতু বেশিরভাগ সাশ্রয়ী হাউজিং প্রজেক্টগুলি এমন জায়গায় নেওয়া হয় যা পুরসভা অথবা নগর পরিকল্পনা বর্জিত, তাই সিএলএসএস স্কিমের সম্প্রসারণ পঞ্চায়েত-জেলা পরিষদ আওতার অধীনে হলে গণ আবাসন প্রকল্পগুলিতে ধাক্কা দিতে একটি সুফল পাওয়া যাবে।

বেহিসাবি ঋণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষতি ৮ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি

মুম্বই, ২ জুন : বেহিসাবি ঋণ মঞ্জুরের কারণে ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি হারিয়েছে ৮ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এ দেশের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে এক বছরে এত বেশি টাকা হারানোর ঘটনা নজিরবিহীন। নীরব মোদীর কাণ্ড কারখানা সামনে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাপে পড়ে সমস্ত ব্যাঙ্ককে এখন নিজেদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ স্পষ্ট করতে হচ্ছে। আর সেই ধুলো ঝাড়তে গিয়েই সামনে এসেছে এই বিপুল পরিমাণ টাকার কথা। গত আর্থিক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭৯ হাজার কোটি টাকা। লাভ করেছে শুধু ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ও বিজয়া ব্যাঙ্ক। বাকি ১৮টি ব্যাঙ্কে শুধুই ক্ষতি। তালিকায় শীর্ষে পিএনবি। তাদের ক্ষতির পরিমাণ ১২,২৮২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ৮,২৩৭ কোটি টাকা ৯০ লক্ষ। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৬,৫৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ। এই সময়েই বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু লাভ (৪২ হাজার কোটি) করেছে। এদিকে, পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সম্পদের তুলনায় অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এই ব্যাঙ্কগুলি হল আইডিবিআই, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক। কেন্দ্র করদাতাদের টাকায় ব্যাঙ্কগুলির স্বাস্থ্য ভাল করতে গত বছরে তাদের ৯০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে।

ইস্ট জোন রিজিওনাল অলিম্পিকের উদ্বোধন করছেন মিনু বুধিয়া। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সার্থক এডুকেশনাল ট্রাস্টের সম্পাদক জিতেন্দর আগরওয়াল।

মিলছে না যাত্রী, সমস্যায় এয়ার ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : মালিকানা হাত বদলের পথে কাঁটা। নিলামে কোনও ডাকই পেল না ঋণে জর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার ট্যুইটারে এই ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় উড়ান মন্ত্রক।

এদিন বিকেল ৫টায় নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়া কেনার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাননি কেউ, জমা পড়েনি একটিও 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' (ইওআই)। এদিকে কেন্দ্রীয় উড়ান মন্ত্রকের সচিব আর এন চৌবে জানিয়েছেন, (ইওআই) জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হবে না। এর আগে ১৪ মে তারিখ পর্যন্ত জমা দেওয়ার দিন নির্দিষ্ট হলেও পরে তা মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

চৌবে জানিয়েছেন, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রির বিষয়ে এবার বিকল্প প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বিকল্প প্রক্রিয়া বলতে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে তৈরি প্রতিনিধি দল। মুম্বইয়ের এক গবেষক সংস্থার পর্যালোচক সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, 'নিলামে কোনও ডাক না পাওয়া সরকারের পক্ষে নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। সরকার চাইলে সময়সীমা বাড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু বাজার তার রায় দিয়ে দিয়েছে এবং এই ব্যাপারে কোনও আগ্রহ প্রকাশ পায়নি। অর্থাৎ শুরুর জায়গাতেই ফিরে এসেছে উদ্যোগটি।'

উল্লেখ্য, ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের একমাত্র উড়ান সংস্থা হিসেবে এয়ার ইন্ডিয়াকে লোকে ভালবেসে নাম দিয়েছিল 'আকাশের মহারাজা'। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলির রমরমার জেরে ক্রমে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন রাজামশাই। উপরন্তু তার ঘাড়ে চেপে বসেছে কোটি কোটি টাকা ঋণের বোঝা। দুই মাস আগে এয়ার ইন্ডিয়ার ৭৬ শতাংশ মালিকানা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় নরেন্দ্র মোদীর সরকার। ভাবী মালিকপক্ষকে এয়ার ইন্ডিয়া, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ও এয়ার ইন্ডিয়া সার্ভিস কোম্পানির সম্মিলিত ঋণ বাবদ ২৪,৫৭৬ কোটি টাকা এবং বর্তমান আর্থিক দায় বাবদ আরও ৮,৮১৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ৩৩,৩৯২ কোটি টাকার দেনাশোধ করতে হবে।

প্রাথমিক উৎসাহ দেখালেও এয়ার ইন্ডিয়া কেনার পথ থেকে সরে এসেছে ভিস্তারা-র মালিক সংস্থা টাটা গ্রুপ ও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স। একই আচরণ দেখা গিয়েছে ইন্ডিগোর মালিক সংস্থা ইন্টারগ্লোবাল অ্যাভিয়েশন লিমিটেডেরও।

দুর্ঘটনা এড়াতে রক্ষী নিয়োগ করবে রেল

নয়াদিল্লি, ২ জুন : দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সারা দেশে রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিংগুলিতে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের ফের নিয়োগ করা হবে। রেলমন্ত্রক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি রক্ষীবিহীন লেভেল

ক্রসিংয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া ভ্যানে ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী ট্রেন। ১৩ জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয় এবং আটজন জখম হন। ট্রেনটি এত জোরে ভ্যানটিতে ধাক্কা মারে, অনেক পড়ুয়ার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসেছে রেলমন্ত্রক। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ''সারা দেশে রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা ৫,৭৯২। এর মধ্যে ৩, ৪৭৯টি ব্রডগেজ শাখায়। গুজরাতে সর্বাধিক ১,৭০০ রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিং আছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশে ৯১২টি, বিহারে ৭৪২টি, রাজস্থানে ৪৬৪টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩১৪টি এবং মধ্যপ্রদেশে ২৫৫টি রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিং আছে। কুশীনগরের মতো দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্রডগেজ লাইনগুলিতে রক্ষী নিয়োগ করতে চাইছে রেলমন্ত্রক। কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীদেরই ফের নিয়োগ করা হবে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কম উচ্চতার সাবওয়ে, রোড ওভারব্রিজ ও রোড আন্ডারব্রিজ তৈরি করা হবে। তবে এক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা আছে। রাজ্য সরকারগুলির জন্য কাজের গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে।'

এর আগে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সব রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল রেলমন্ত্রক। তবে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, ২০১৯-২০ সালের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এর জন্য এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর স্তরের এক আধিকারিককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নিপার আতঙ্ক : ফল দেওয়া বন্ধ দক্ষিণের ট্রেনে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিপা ভাইরাস আতঙ্কে এবার দক্ষিণের ট্রেনে ফল দেওয়া বন্ধ হল। ফলের পরিবর্তে দেওয়া হবে ফ্রুট জুস। এতদিন শতাব্দী, দুরন্ত, রাজধানী এইসব ট্রেনের প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের ব্রেকফাস্টে ফল দেওয়া হত। কিন্তু নিপা আতঙ্কে এবার সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছে রেল।

রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক, গোয়া এই চার রাজ্য থেকে যে ট্রেনগুলি ছাড়বে সেই সমস্ত ট্রেনে কোনওভাবেই ফল দেওয়া হবে না। পরিবর্তে দেওয়া হবে ফ্রুট জুস। ট্রেনের মধ্যে রেলের তরফে ফল বিক্রিও বন্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নিপা ভাইরাসের সংক্রমণে ইতিমধ্যে কেরলে মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। ৫ জুন পর্যন্ত রাজ্যের স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘরে বসেই মিলবে সাধের ইলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইলিশ খেতে মন আনচান। অথচ বাজারে গিয়ে দেখলেন, ইলিশ সাবাড়। মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফেরার দিন শেষ হতে চলেছে। ইলিশ অ্যাপে অর্ডার করলেই ঘরে বসে পেয়ে যাবেন সাধ্যের ইলিশ। রাজ্যের অভিনব উদ্যোগে আমবাঙালির দিল খুশ। খুব শীঘ্রই চালু হচ্ছে এই অ্যাপ।

রাজ্যবাসীর ইলিশের রসনাকে তৃপ্ত করতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এবং রাজ্য ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশনের। খুব শীঘ্রই আসছে অ্যাপটি। যে অ্যাপের মাধ্যমে আপনি অর্ডার করা মাত্র, হিমঘর থেকে সোজা আপনার বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাবে রুপোলি চকচকে ইলিশ।

প্রতি বছর ইলিশ মরশুম শুরুর আগে নানা সমস্যায় পড়তে হয় ট্রলার মালিক ও মৎস্যজীবীদের। একসঙ্গে প্রচুর ইলিশ আমদানি হলে মাছ রাখার উপযুক্ত জায়গার অভাবে বা দালালদের হাতে পড়ে মাছ ক্ষতিতে বিক্রি করে দিতে হয় মালিকদের।

এখন মৎস্যজীবীরা যাতে বাজারে তাদের সুবিধা মতো ইলিশ বিক্রি করতে পারেন, তার জন্য নামখানা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার মৎস্য কেন্দ্রগুলিতে বহু টাকা ব্যয়ে হিমঘর তৈরি করা হয়েছে।

এইসব হিমঘরে ১৫০ টনের বেশি ইলিশ বা অন্য মাছ রাখা যাবে। আপনি অর্ডার করার পর এই হিমঘর থেকেই ইলিশ সটান পৌঁছে যাবে আমবাঙালির হেঁশেলে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে আগ্রহী বাংলাদেশও। অ্যাপ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানতে কাকদ্বীপে হাজির হয়েছিল বাংলাদেশের এক প্রতিনিধি দল।

No-11 Chingishpur G.P. Balurghat Block, D/Dinajpur
CRRIGENDUM OF NIT
Sealed tenders are invited from intending Contractors/ Agencies for different works as NIT memo no-193/CGP, DATED 22/04/18. The last date for dropping tender documents is extended upto 07/06/18, time upto 4.00 P.M. For more details please contact with undersigned in any working days.
The Prodhan
No-11 Chingishpur G.P.
Balurghat Bloak. D/D

Govt. of West Bengal
NIQ No. WBPWD/EE/HED/ NIQ-18 of 2018-2019 under Memo No. 1565 Dt. 01.06.2018
Name of Work : Temporary Electrification work & other utility for the District Administrative Meeting of the Hon'ble Chief Minister, Govt. of West Bengal on 07.06.2018 at Sarat Sadan, Howrah. Last date of Bid Submission : 06.06.2018 up to 12.10 P.M. Intending bidder may download the Quotation documents from the website : www.pwd.wb.in.
Sd/- P. Khan
Executive Engineer, P.W.D.
Howrah Electrical Divn.

আরটিএস পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড
রেজিঃ অফিস: ৫৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN:L17232WB1947PLC16105
Email:ID :headoffice@rtspower.com,Website: www.rtspower.com,
Ph.No:2242-6732
৩১.০৩.২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস ৩১.০৩.১৮ নিরীক্ষিত	সমাপ্ত তিন মাস ৩১.০৩.১৭ নিরীক্ষিত	সমাপ্ত বারো মাস ৩১.০৩.১৮	সমাপ্ত বারো মাস ৩১.০৩.১৭ নিরীক্ষিত
১. মোট আয়কাজের থেকে (নিট)	৯৭৯৮.৩৩	৪২৯০.২১	২১৫২৫.২৭	১২২৮২.৬৪
২. নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ বিষয়ে করের আগে ব্যতিক্রমী বিষয় অথবা ব্যতিক্রমী বিষয়	২১০.৯৯	৫৯.৬৬	৫৭৬.৫৫	১৭৭.৫৮
৩. নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ বিষয়ে করের আগে ব্যতিক্রমী বিষয় অথবা ব্যতিক্রমী বিষয়	২১০.৯৯	৫৯.৬৬	৫৭৬.৫৫	১৭৭.৫৮
৪. নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ বিষয়ে করের পরে ব্যতিক্রমী বিষয় অথবা ব্যতিক্রমী বিষয়	১৫১.১২	৯১.২৩	৪১৮.২২	১৪৯.৪৩
৫. মোট তুলনীয় আয় (তুলনীয় লাভ/ক্ষতি এবং অন্যান্য তুলনীয় আয় (করের পরে)	২০৩.৬৯	১৯১.৮০	৪৬৮.০৯	২৪৪.২৩
৬. ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮১৬.৮৫	৮১৬.৮৫	৮১৬.৮৫	৮১৬.৮৫
৭. শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০টাকা)				
মূল	১.৮৫	১.১২	৫.১২	১.৮৩
মিশ্র	১.৮৫	১.১২	৫.১২	১.৮৩

দ্রষ্টব্য:-
উপরিউক্ত ত্রৈমাসিকের/বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের রেগুলেশন ৩৩ অফ দি সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫'রফরম্যাট অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের/বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rtspower.com এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ওয়েবসাইট www.bseindia.com দেখা যাবে।
২. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল গুলি কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা পর্যালোচিত এবং ৩০ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত। কোম্পানি উক্ত আর্থিক ফলাফল গুলি ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং বছরের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সংক্ষিপ্তকারে পর্যালোচিত হয়েছে।
বোর্ডের আদেশানুসারে
(রাজেন্দ্র ভুতোরিয়া
পূর্ণসময়কালীন ডিরেক্টর
স্থান – কলকাতা
তারিখ-৩০-০৫-২০১৮
DIN : 00013637